কালের কণ্ঠ

তারিখ .. 01 DEC 2015 ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম....২......

শিক্ষার্থীরা চাইলে নম্বরপত্র পাবে

আশরাফ-উল-আলম ও শরীফুল আলম সুমন ▷

শিক্ষার্থীরা চাইলে পাবলিক পরীক্ষার নম্বরপত্র দেবে শিক্ষা বোর্ড। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ সম্প্রতি এ বিষয়ে রায় দেওয়ার পর এ সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে বোর্ড কর্তৃপক্ষ। ২০১০ সালে এইচএসসি পাসের পর এম নাফিস সালমান খান নামের একজন শিক্ষার্থীর রিট আবেদনের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি শেষে সর্বোচ্চ আদালত এ-বিষয়ক নির্দেশনা দেন। ২০০২ সাল পর্যন্ত পাবলিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের নম্বরপত্র দিত শিক্ষা বোর্ডগুলো। ফলে শিক্ষার্থীরা কোন বিষয়ে কত নম্বর পেয়েছে জানতে পারত। কিন্তু ২০০৩ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন জারি করে নম্বরপত্র দেওয়া বন্ধ করে দেয়।

পাবলিক পরীক্ষা

সরকারি কবি নজরুল কলেজ থেকে ২০১০ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী এম নাফিস সালমান খানের রিট পিটিশনের ভিত্তিতে গত ২১ এপ্রিল সব পাবলিক পরীক্ষার নম্বরপত্র চাহিবামাত্র পরীক্ষার্থীকে দেওয়ার নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০০৩ সালের প্রজ্ঞাপন বেআইনি ঘোষণা করা হয় এবং বাতিল করা হয়। রায়প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে রিটকারীকে নম্বরপত্র দেওয়ার আদেশ দেওয়া হলেও ঢাকা শিক্ষা বোর্ড রায়ের বিরুদ্ধে লিভ টু আপিল দায়ের করে। গত ২২ নভেম্বর ওই আবেদন খারিজ করে দেন আপিল বিভাগ।

রিট আবেদনকারী নাফিস সালমান কালের কণ্ঠকে বলেন, এইচএসসির একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট হাতে পাওয়ার পর তিনি দেখতে পান, কাঙ্ক্ষিত ফল হয়নি। তিনি খাতা পুনঃপরীক্ষার আবেদন করলে বোর্ড ব্যবস্থা নেয়নি। এ কারণে তিনি রিট করেন। তিনি বলেন, পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর জানার অধিকার একজন শিক্ষার্থীর রয়েছে। এই মৌলিক অধিকার খর্ব করা হচ্ছে ২০০৩ সাল থেকে।

আদালতও রায়ে বলেছেন, পাবলিক পরীক্ষায় নম্বরপত্র পাওয়ার অধিকার পরীক্ষার্থীর মৌলিক অধিকার, যা 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' ও সংবিধানে সংরক্ষিত আছে। ফলে নম্বরপত্র দেওয়া যাবে না বলে সরকার যে প্রজ্ঞাপন জারি করে তা বেআইনি।

জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ বলেন, 'আপিল বিভাগ থেকে সার্টিফায়েড কপি আমরা এখনো পাইনি। তবে আদেশ আমরা জেনেছি। আদালতের আদেশ আমরা মানতে বাধ্য। আদেশে যেভাবে বলা হবে সেভাবেই নম্বরপত্র প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে এ জন্য আন্তশিক্ষা বোর্ডের বৈঠক ডাকতে হবে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়কেও বিষয়টি অবহিত করতে হবে।'

রিটকারীর আইনজীবী এ কে এম সালাহউদ্দিন খান বলেন, 'হাইকোর্টের আদেশ অনুসারে ছাত্রছাত্রীদের নম্বরপত্র পাওয়ার অধিকার সংরক্ষিত হয়েছে। আদালত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, নম্বরপত্র পাওয়া একজন পরীক্ষার্থীর মৌলিক অধিকার। ফলে এখন থেকে শিক্ষার্থীরা চাইলে বিস্তারিত নম্বরপত্র দিতে হবে। এ বিষয়ে কোনো অনীহা প্রকাশ বা অবহেলা করা যাবে না। আপিল বিভাগও আদেশ বহাল রেখেছেন।' তিনি বলেন, নম্বরপত্র পেলে একজন শিক্ষার্থী প্রয়োজনে পুনর্নিরীক্ষার আবেদন করতে পারবে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, নম্বরপত্র প্রদান অনেক দিন ধরে বন্ধ। এটা আবার চালু করতে গেলে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এ বাবদ ফি নিতে হবে। শুধু শিক্ষার্থীদের বোঝার জন্য এটা দেওয়া হবে।